গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা ভূমি অফিস
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

বিজ্ঞপ্তি

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৮/১১/২০২১ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-২)-১২০ পরিপত্র এবং ১৮/১২/২০২২ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২)-৪৮ নম্বর প্রজ্ঞাপন এর আলোকে ২০ একরের উর্ধ্বে এবং ২০ একর পর্যন্ত (বদ্ধ) জলমহাল ১৪৩০-১৪৩২ বাংলা সন পর্যন্ত অস্থায়ী ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতিসমূহের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন বিজ্ঞপ্তি:

এতদ্বারা সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার অর্ন্তভূক্ত ২০ একরের নিচে বদ্ধ শ্রেণির জলমহালসমূহ ১৪৩০-১৪৩২ বাংলা সন মেয়াদে বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে স্থায়ী সমবায় অধিদপ্তর/সমাজ সেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠন/সমিতির নিকট থেকে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে নির্দিষ্ট ফরমে অনলাইনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন দাখিল এবং ইজারা প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

ক্রম	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
১.	০৬ মাঘ থেকে ২৫ মাঘের মধ্যে	অনলাইনে আবেদন দাখিল
২.	২৬ মাঘ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল
৩.	০৬ ফাল্গুনের মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনেসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই
৪.	১৫ ফাল্গুনের মধ্যে	উপজেলা জলমাহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন
৫.	২৯ ফাগুনের মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন
৬.	০৭ চৈত্রের মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারাগ্রীতাকে অবহিতকরণ
৭.	২৩ চৈত্রের মধ্যে	ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান ও ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন
৯.	১ বৈশাখ	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া

১৪৩০ হতে ১৪৩২ বাংলা সন পর্যন্ত ইজারাযোগ্য সরকারী জলমহালে বার্ষিক ইজারামূল্যসহ তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রম	জলমহালের নাম	উপজেলার নাম	মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নম্বর	পরিমাণ	সরকারী মূল্য	সিডিউল মূল্য	আবেদন দাখিলের শেষ সময়
০১	সিন্ধুয়া খাস পুকুর	কুমিল্লা সদর দক্ষিণ	সিন্ধুয়া	০১	৮০৫	০.৬৭	২৭,৫৬৩/-	৫০০/-	০৮/০২/২০২৩

অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী :

ক) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী বদ্ধ জলমহাল ইজারা গ্রহণের নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি উক্ত নীতিতে বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদিসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল করতে হবে;

খ) অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে;

গ) অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমা পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টিং কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারের মূলকপি সীলগালা মুখ বন্ধ কালে উপজেলায় দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির আবেদন কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে;

শর্তাবলী

১. নিদিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি যা সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সে সমিতি বা সমিতিসমূহ বা তীরবর্তী জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবে। উক্ত সমিতিতে বা সমিতিসমূহ তীরবর্তী জলমহাল ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবে। উক্ত সমিতি যদি প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি হয় তাহলে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

২. আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমিতি/ সংগঠন বর্তমান কার্যকর আছে তার প্রমাণস্বরূপ উপজেলা সমবায় অফিসার /সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে এবং বিগত ০২ বছরের রির্পোট পেশ করতে হবে। তবে নতুন নিবন্ধনকৃত সমিতি/ সংগঠনের ক্ষেত্রে এ রিপোর্ট প্রযোজ্য হবে না।

৩. আবেদনপত্রের সাথে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট জলমহালের আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% (শতকরা বিশ ভাগ) অর্থ জামানত হিসেবে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাপট/পে-অডার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ বরাবর দাখিল করতে হবে। উক্ত অর্থ শেষ বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

৪. আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। অবশ্যই চাহিত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপ রেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদনপত্র অসম্পূর্ন থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

৫. ০৩ (তিন) বছরের মেয়াদে ইজারাকৃত জলমহালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের ইজারামূল্য পরবর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গন্য হবে পুনরায় মহালটি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস পেলে কিংবা ইজারা সম্ভব না হলে তার দায়িত্ব ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে।

৬. মৎসজীবী সমিতি/সংগঠনের পক্ষে একমাত্র সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে আবেদন দাখিল করতে হবে। অন্য কোন সদস্যের স্বাক্ষরে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

৭. জলমহালসমূহ যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা দেয়া হবে। আবেদনকারীকে আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বেই সরেজমিন পরিদর্শন করে জলমহালের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।

৮. লীজ গ্রহীতা কোনক্রমে লীজকৃত জলমহাল অন্য কারো নিকট বা সাব লীজ/হস্তান্তর করতে পারবে না। এ শর্ত বরখেলাপ করলে লীজ বাতিলসহ জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পরবর্তী বছর ইজারা গ্রহণের কোন আবেদন করতে পারবে না।

৯. প্রথম বছর ইজারামূল্য পরিশোধের সাথে সাথে ইজারা গ্রহীতাকে ১৫০/- টাকার নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নিজ দায়িত্বে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দখল গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় যথাসময়ে মহালের দখল না পাবার অযুহাতে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১০. ইজারা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা ও সময় সময় জারীকৃত সরকারি বিধানসমূহ ইজারা গ্রহীতাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে এবং নীতিমালা মোতাবেক ইজারা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হবে।

১১. যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। অধিকন্তু কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার আলোকে জলমহালের তফসিল হ্রাস/বৃদ্ধি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১২. ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০৮/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯-১৫ নম্বর স্মারকের নির্দেশনার আলোকে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর ১৫ অনুচ্ছেদ এর ৪ (খ) এ উল্লিখিত (ক) এর অধীন কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পুকুর বা দীঘির চারপাশের নিকটবর্তী অবস্থানে বসবাসরত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত সমিতির অনুকূলে (যাহা সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমবাজসেবা অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত) ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হবে। উক্ত সমিতি হলো (ক) বেকার যুবক (খ) মুক্তিযোদ্ধা সন্তান (গ) যুব মহিলা (ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা (ঙ) আনসার ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ (চ) দরিদ্র ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি। তবে কোন পরিবার হতে একাধিক ব্যক্তি এ সমিতির সদস্য হতে পারবে না।

১৩. কোন জলমহালের কোন দাগের কিংবা মহালের উপর বিজ্ঞ আদালতের স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞা আদেশ থাকলে তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা না হলে ও তা ইজারার বর্হিভূত থাকবে। বিজ্ঞ আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা কার্যাক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৪. কোন জলমহাল ইজারা প্রদান হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে স্বত্ব মামলা উদ্ভব হলে/ কোন বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না এবং কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৫. ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ইজারা গ্রহণ করে সেচ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন করে অথবা বিষ প্রয়োগ করে মাছ আহরণ/শিকার করতে পারবেন না, করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৬. ইজারা গ্রহীতাকে প্রত্যেক বছরের ইজারামূল্যের সাথে ইজারামূল্যের সাথে ইজারা মূল্যের অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট এবং ৫% আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১৭. কোন মৎসজীবী সমিতি/সংগঠনকে দুটির অধিক জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা প্রদান করা যাবে না।

১৮. জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময় জলমহাল ইজারা গ্রহণ করলে ঐ বছরের ১ বৈশাখ হতে ইজারা হিসেবে গণ্য হবে।

১৯. সরকার কর্তৃক সময় সময়ে জারীকৃত আদেশ নির্দেশনসুমহ মেনে চলতে হবে। যে সকল জলমহাল ইজারা দেয়া হবে, সেখানে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ের সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। কোন জলশয়েই রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

বাংলাদেশ

২০. ইজারা বাতিল কিংবা গ্রহণ অথবা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষণ করেন।
২১. উক্ত শর্তসমূহ আবেদনপত্র/দরপত্র/বিজ্ঞপ্তির সকল প্রকার বিধির পরিপূরক।
২২. সরকারি প্রয়োজেন জলমহালগুলো (বন্ধ) খনন, সংস্কার বা পুন:খনন করার সময় ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক উজর আপত্তি করা যাবে না।

শুভাশিস ঘোষ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা

স্মারক নম্বর : ৩১.৪২.১৯৩৩.০১১.৯৯.০০১.২৩- ১৯ (৬০)

তারিখ : ০১ মাঘ ১৪২৯ / ১৫ জানুয়ারি ২০২৩

সদয় অবগতি/সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

০১। মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য কুমিল্লা-১০ নির্বাচনী এলাকা ও উপদেষ্টা, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা
০২। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা
০৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), কুমিল্লা
০৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা ও উপদেষ্টা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা
০৫। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
০৬। উপজেলা.....অফিসার, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা
০৭। অফিসার ইনচার্জ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণমডেল থানা, কুমিল্লা
০৮। চেয়ারম্যান, ...(সকল) ইউনিয়ন পরিষদ, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা
০৯। জনাব....., সদস্য, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা
১০। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা.....ইউনিয়ন, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা; স্থানীয় হাট/বাজার এবং প্রকাশ্য স্থানে ঢোল শহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন অত্রাফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। সম্পাদক,.....,উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তিটি তাঁহার পত্রিকায় স্বল্প পরিসরে (মনোটাইপ সিঙ্গেল স্পেস) আগামী সংখ্যায় এক দিনের জন্য একবার প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো ।
১২। অফিস কপি/নোটিশ বোর্ড

১৫.০১.২০২৩

মো: আবদুর রহমান
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৭৩৩৩৫৪৯৫২